গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ৯ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ এহছানে এলাহী সচিব
সভার তারিখ	০২ জানুয়ারি, ২০২৪
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান, এসডিজি ৮.৭.১- লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। অত:পর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বেগম মোর্শেদা আক্তার এ পর্যায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাস ব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জনাব মোঃ আল মাসুদ করিম সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। আলোচনা:

(ক) **গত পিএসসি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা:** প্রকল্পের সর্বশেষ পিএসসি সভা গত ১৯-১১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যবৃন্দ হতে সিদ্ধান্ত 'খ'- 'ডিসেম্বর ২০২৩ এ প্রকল্প সম্পন্ন করা লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি'তে অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) (রাজস্ব) টাকা না পাওয়া গেলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে' সংশোধনপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। সভায় উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং এতে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়।

(খ) **প্রকল্প কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:** প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ১৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। (মূল বরাদ্দ ২৬৮.০০ লক্ষ এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ ১৬০০.০০ লক্ষ) টাকা। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ২৬৪৩৯.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি) । তাছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি ১৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৮৬.৪১ লক্ষ টাকা; যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার বরাদ্দের ৯৫.৬৩%।

(গ) **প্রকল্পের অগ্রগতি ও সুপারিশ পর্যালোচনা:** প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে সভায় প্রকল্প পরিচালক এর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে অনেকগুলি বকেয়া

পেমেন্ট পরিশোধ সম্ভব হয়নি। যেমন- শিশুদের বৃত্তি, শিশুদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন সীডমানি, এনজিওদের বকেয়া সার্ভিস চার্জ, অফিস ভবন ভাড়া, প্রকল্পের কর্মচারীদের প্রকল্প সমাপ্তি বেনিফিট প্রদান, মোটরযানের জ্বালানি তেলের বকেয়া মূল্য পরিশোধ, প্রকল্পে সমাপ্তি মূলায়ন ও ডাটাবেজ চূড়ান্তকরণসহ আনুষাঙ্গিক আরো কিছু কাজের বকেয়া পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এ সকল বকেয়া পরিশোধ ব্যতিরেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এ প্রকল্প সমাপ্তি করলে বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে যায়। বিশেষ করে এই প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য হ'ল শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ১০% (১০ হাজার) শিশুদের প্রত্যেককে এককালীন ১৩ হাজার টাকা সীডমানি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করার যে অঙ্গিকার তা অপূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

প্রকল্প সমাপ্ত করার পূর্বে এসকল বকেয়া পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক বলে মতামত প্রদান করেন। তিনি জানান, মন্ত্রণালয় হতে অনেক প্রচেষ্টা গ্রহণের পরেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট বরাদ্দ আগামী সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪ এ গ্রহণ করতে হবে। এ সকল কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয় হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ০১ লক্ষ শিশুকে ০৬ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাস ব্যাপি নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্নভাবে সমাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় মাসিক বৃত্তি এবং সীড মানি প্রদান সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের সম্পূর্ণ বরাদ্দ না পাওয়ায় ডিসেম্বর ২০২৩ এ প্রকল্প সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্প ২৫০০০০.০০ লক্ষ (পঁচিশশত কোটি) টাকা ব্যয়ে অক্টোবর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক জানানো হয়েছে, প্রেরিত প্রকল্পটির সমজাতীয় ও পর্যায়ক্রমিক প্রকল্প 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কারণে প্রস্তাবিত 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্প গ্রহণ করতে বিলম্ব হলে এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজসহ সকল ধরনের কাজ হতে বাংলাদেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করা দুরহ হয়ে পরবে। 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পটি সমাপ্ত করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি প্রতিনিধির কাছে জানতে চাওয়া হয়।

আইএমইডি বিভাগের প্রতিনিধি, পরিচালক (উপসচিব) এস.এম. তারিক জানান, মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি প্রচলিত পদ্ধতির বাহিরে। প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর বরাদ্দ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে ব্যয় করতে কিছুটি জটিলতা দেখা দিবে। তাছাড়া এটি পিপিআর-এর ব্যতয় হয়ে যায় কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ করা যায়।

অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন জানান, বকেয়া পরিশোধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করার নিমিত্ত আরএডিপিতে বরাদ্দ রাখা যায়।

কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন (যুগ্মপ্রধান) বলেন, এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল এবং সে অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়। আরএডিপি চূড়ান্ত হতেও ০৩ মাসের সময় প্রয়োজন হয় তাই বরাদ্দ পেয়ে সকল কাজ সমাপ্ত করতে ০৬ মাসের সময় বৃদ্ধি করাই যুক্তিযুক্ত। আবার পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমজাতীয় ও পর্যায়ক্রমিক প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় প্রস্তাবিত 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পের

উপর আইএমইডি'র সমাপ্তি মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে শুধু বকেয়া পরিশোধ বাকি রয়েছে সেহেতু আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের বিশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদনের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি বেগম তাহমিনা তাছলীম (যুগ্মসচিব) বলেন, প্রকল্পের যে দুই খাত হতে বকেয়া পরিশোধ করতে হবে সে খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আছে, নাকি অন্য খাত হতে সমন্বয় করতে হবে। উত্তরে প্রকল্প পরিচালক জানান উক্ত খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (শ্রম) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ জানান, একটি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দের কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর জন্য যতদূর সম্ভব জনবল, বাড়ি ও গাড়ি ভাড়া হ্রাস করে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং হতে প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে বকেয়া পরিশোধ করা যায়। যেহেতু প্রকল্পের কোন কার্যক্রম বাকি নেই তাই আইএমইডির মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব ফাহমিদা আখতার, এনডিসি সভায় বলেন, এসডিজি ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সারাদেশ ব্যাপি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত শিশুদেরকে শ্রম হতে মুক্তকরণ ও পুনর্বাসন করার জন্য 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ পাওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকরণ করবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১৪ জন কর্মচারীকে প্রকল্প সমাপ্তি বেনিফিট প্রদান করে তাদের চাকরি সমাপ্তি করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইএমইডিকে বিশেষ মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান, প্রকল্প পরিচালক বর্তমানে বদলীর আদেশাধীন। প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর প্রদানের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকের বদলী বিমুক্তকরণের আদেশের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প অফিসকে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে সু-সমন্বয় করে প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য সচিব মহোদয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	"বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
২	যেহেতু প্রকল্পের মূল কাজ নভেম্বর ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়নি তাই প্রকল্পের বিশেষ মূল্যায়নের জন্য আইএমইডি-কে অনুরোধ করা যেতে পারে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩	প্রকল্পের সকল বকেয়া পরিশোধ করার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পে মোট ৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ১৮.৬৮ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ২০ কোটি টাকা সংশোধিত এডিপি বাজেট এ বরাদ্দ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
৪	প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির অনুমতি পাওয়া গেলে এবং সংশোধিত এডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে যথাদ্রুত সম্ভব সকল বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

৫	প্রস্তাবিত 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬	প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে সু-সমন্বয় করে যথাযথভাবে প্রকল্প পরিচালনা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

০৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৪.০০৪.২১.৫

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪৩০
০৯ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
২) সচিব, অর্থ বিভাগ
৩) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৯) অতিরিক্ত সচিব, শ্রম অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১১) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১২) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৩) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৪) অতিরিক্ত সচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১৫) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৬) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৭) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকল্প কর্ণারে আপলোড করার অনুরোধসহ)

মোঃ আল মাসুদ করিম
উপসচিব